ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৮
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৬

বাংলাদেশে গৃহকর্মী নির্যাতন: প্রচলিত ও ইসলামী আইনে এর প্রতিকার ব্যবস্থা

মুহাম্মদ নাজমুল হুদা*

Violence against Domestic Workers in Bangladesh: It's Remedy in Conventional and Islamic Law

Abstract

Domestic work is one of the oldest professions in the world. A great number of employees ranging from 52.6 to 100 million is engaged in domestic works across the globe. Though such great number of people invests their labours in domestic works inside home, they are still victimized by their persecuting masters. Since the inception of civilization, violence against domestic workers is an antique social phenomenon. In the modern consumerist society it has become a pestilence. Though various laws are promulgated and executed, it cannot be controlled as per expectation. To control this indoor crime, an integrated and harmonized system of both conventional and Islamic law is needed. To conduct an extensive research based on both the legal norms is painstakingly required which would offer an effective legal mechanism and thereby this crime would be stopped and removed from the society. The article is a humble initiative to achieve that goal. Qualitative and descriptive methods have been employed to conduct this research. In this article violence against domestic workers has been introduced and various aspects of such violence coupled with a survey-based feature, has been depicted. In addition to this, the loopholes of existing laws have been addressed. Besides this, the highly sophisticated and benevolent humanitarian attitude of Islam towards domestic workers has been demonstrated.

Keywords: Domestic Worker; Master; Violence; Human Rights, Child Labour.

* লেকচারার, সাইন্সেস অব হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

সারসংক্ষেপ

গৃহকর্ম পৃথিবীর পুরনো পেশাসমূহের একটি। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৫২.৬ থেকে ১০০ মিলিয়ন মানুষ গৃহ শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এই বিশাল জনগোষ্ঠী গৃহাভ্যন্তরে তাদের শ্রম বিনিয়োগ করে। তাদের অনেকেই গৃহকর্তা কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। গৃহকর্মী নির্যাতন অতি পুরনো সামাজিক ইস্যু হলেও বর্তমানে তা ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। প্রচলিত নানা আইন দিয়েও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এর প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে না। গৃহাভ্যন্তরে ঘটতে থাকা এ অপরাধের লাগাম টেনে ধরার জন্য প্রচলিত ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থার প্রয়োজন। উভয় ধারার আইনকে সামনে রেখে গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর আইনী রূপরেখা প্রণয়নের স্বার্থে ব্যাপক গবেষণা আবশ্যক। আলোচ্য প্রবন্ধটি এ লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ গবেষণায় গুণাত্মক বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং গৃহকর্মী নির্যাতনের পরিচয়, ধরন ও পরিসংখ্যানভিত্তিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি এটি প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের দুর্বলতাগুলোর প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে। তাছাড়া গৃহকর্মীদের ব্যাপারে ইসলামের উদারনৈতিক ও উন্নত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এতে প্রতিভাত হয়েছে।

মূলশব্দ: গৃহকর্মী; গৃহকর্তা; মানবাধিকার; নির্যাতন; শিশুশ্রম।

ভূমিকা

গ্রামীণ পরিবার থেকে শুরু করে ক্রমপ্রসারমান নগর জীবনের পারিবারিক আবাসস্থল, মেস এবং ক্ষেত্রবিশেষে ডরমিটরি প্রভৃতি গৃহকর্মীদের কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র। শহরে বসবাসরত নাগরিকদের চাহিদা ও অধিকতর আর্থিক সুবিধা বিবেচনায় প্রান্তিক জনপদের দরিদ্র পরিবারের প্রধানত নারী ও শিশু গৃহকর্মীগণ এসব স্থানে গৃহকর্মে নিয়োজিত হয়। সাধারণত নগরবাসী মানুষের গৃহের সার্বিক নিরাপত্তা এবং গৃহকর্তা ও গৃহের সদস্যদের প্রতি আনুগত্যের বিবেচনায় নারী গৃহকর্মীদের অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচনা করার ফলে সার্বক্ষণিক গৃহকর্মী হিসেবে নারী ও শিশু গৃহকর্মী নিয়োগের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদানের বিশেষ প্রবণতাও লক্ষণীয়। আনুগত্য প্রাপ্তির এ মানসিকতার মাঝে বিকৃতিও লক্ষ্য করা যায়, যা গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আবহমানকাল থেকে এ জাতীয় নির্মম নির্যাতন নীরবে-নিভৃতে কেঁদে ফিরছে। শুধু দৈহিক নির্যাতনই নয়, ইদানীং অহরহই ঘটছে ধর্ষণ ও হত্যার মতো ঘটনা। এহেন অন্যায়-অবিচারের প্রতি মানবিক কারণেই আমাদের যেমন আছে ক্ষোভ, তেমনি রয়েছে সহমর্মিতা সহানুভূতি। কিন্তু এ অবস্থা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেই। এমনকি আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোরও কার্যকর ভূমিকা গৌণ। বিদ্যমান ব্যবস্থায় অসহায় এই লোকগুলোর পক্ষে আইনী প্রতিকার পাওয়াও সম্ভব হয় না। জাতীয় পত্রিকাগুলোতে এদের নির্যাতনের খবর প্রতিদিনই দেখা যায়। বাস্তবে নির্যাতনের প্রকৃত সংখ্যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের চেয়ে শত-সহস্র গুণ বেশি। লোকলজ্জার ভয়ে এসব নির্যাতিতরা বা এদের হতভাগ্য অভিভাবকেরা আইনের দরজা পর্যন্ত আসতে পারে না, সুবিচার তো বহু দূর। অন্যদিকে বেত্রাঘাত, গরম খুন্তির ছেঁকা, গরম ইস্ত্রির ছেঁকা, গরম পানি ঢেলে দিয়ে গা ঝলসে দেয়া এবং

লাঠিপেটা করা ইত্যাকার শাস্তি নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৪(খ) ধারাও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এসব কিছুর গুরুত্ব বিচার করে সরকারের মন্ত্রীসভা সম্প্রতি 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি' নামে একটি নীতি অনুমোদন করেছে। গৃহনির্যাতন বন্ধের জন্য একে মজবুত আইনী কঠামোয় রূপ দেয়া ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে কার্যকর নৈতিক ভিত্তি স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আলোচ্য প্রবন্ধটি সংশ্লিষ্ট আইন প্রনয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা সমুহ

গৃহকর্ম (Domestic Work)

গত ৪ জানুয়ারি, ২০১৬ এ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫' মতে,

> 'গৃহকর্ম' বলতে রান্না ও রান্না সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজে সহায়তা, বাজার করা, গৃহ বা গৃহের আঙ্গিনা বা চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং গৃহের অন্যান্য কাজ যা সাধারণত: গৃহস্থালি কাজ হিসেবে স্বীকৃত। এ ছাড়াও পোশাক-পরিচ্ছদ ধোয়া, গৃহে বসবাসরত শিশু, অসুস্থ, প্রবীণ কিংবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যত্ন ইত্যাদি কাজও গৃহকর্ম হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে নিয়োগকারীর ব্যবসার সাথে সম্পর্কিত বা মুনাফা সৃষ্টি করে এমন কাজ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।[১]

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন (আইএলও) গৃহকর্মের সংজ্ঞায় বলেছে:

> "Domestic work" means work performed in or for a household or households
>
> গৃহে কৃত কোনো কাজ অথবা গৃহ সংক্রান্ত কোনো কাজ গৃহকর্ম বা গৃহশ্রম বলে গণ্য হবে।[২]

গৃহকর্মী (Domestic Worker)

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ মতে,

> 'গৃহকর্মী' বলতে এমন কোন ব্যক্তিকে বোঝাবে যিনি নিয়োগকারীর গৃহে মৌখিক বা লিখিতভাবে খণ্ডকালীন অথবা পূর্ণকালীন নিয়োগের ভিত্তিতে গৃহকর্ম সম্পাদন করেন। এ ক্ষেত্রে মেস বা ডরমিটরিও 'গৃহ' হিসেবে বিবেচিত হবে।[৩]

১. বাংলাদেশ গেজেট, *গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫* (ঢাকা: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ২০১৬ ইং), অনুচ্ছেদ ৫. ১, পৃ. ৪৫

২. ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন (আইএলও), *দা ডমিসটিক ওয়ার্কার্স কনভেনশন ২০১১* (জেনেভা: আইএলও, ২০১১) সনদ নং ১৮৯, আর্টিকেল ১ (অ)

৩. বাংলাদেশ গেজেট, *গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫*, অনুচ্ছেদ ৫. ২, পৃ. ৪৫

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন (আইএলও) গৃহকর্মীর সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে:

> Any person engaged in domestic work within an employment relationship.
>
> কোনো ব্যক্তি যদি নিয়োগপ্রাপ্ত অবস্থায় কোনো গৃহকাজে লিপ্ত থাকে তবে সে গৃহকর্মী হিসেবে বিবেচিত হবে।[৪]

ILO তাদের ওয়েবসাইটে গৃহকর্মীদের বাস্তব পরিচয় ও অবস্থা বর্ণনা দিয়ে বলছে:

> 'Domestic workers comprise a significant part of the global workforce in informal employment and are among the most vulnerable groups of workers. They work for private households, often without clear terms of employment, unregistered in any book, and excluded from the scope of labour legislation… A domestic worker may work on full-time or part-time basis; may be employed by a single household or by multiple employers; may be residing in the household of the employer (live-in worker) or may be living in his or her own residence (live-out). At present, domestic workers often face very low wages, excessively long hours, have no guaranteed weekly day of rest and at times are vulnerable to physical, mental and sexual abuse or restrictions on freedom of movement.'
>
> গৃহকর্মীগণ অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে বিশ্বব্যাপী কর্মীসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং তারা শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী। তারা ব্যক্তিগত গৃহকর্মের ভিত্তিতে কাজ করে প্রায়ই কোনরকম সুস্পষ্ট নিয়োগচুক্তি ছাড়া, নিবন্ধন ছাড়া এবং তারা শ্রম আইনের সুবিধা তেমন পায় না। গৃহকর্মীরা কখনো ফুলটাইম, কখনো পার্টটাইম ভিত্তিতে কাজ করে। তারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয় একক বাড়িওয়ালা কিংবা একাধিক ব্যক্তির পক্ষ থেকে। তারা বাড়ির মালিকের সাথে বা নিজ দায়িত্বে অন্য কোথাও বসবাস করে। বর্তমানে গৃহশ্রমিকরা প্রায়ই খুবই কম বেতন, অধিক কর্মঘণ্টা, নির্ধারিত সাপ্তাহিক ছুটি না থাকা, শারীরিক-মানসিক ও যৌন হয়রানি, চলাফেরার স্বাধীনতায় বাধা সহ নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।[৫]

৪. আইএলও, *দা ডমিসটিক ওয়ার্কার্স কনভেনশন ২০১১*, সনদ নং ১৮৯, আর্টিকেল ১ (খ)

৫. http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_209773/lang--en/index.htm (accessed on 20.11.16).

বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনের চিত্র

গৃহকর্মী নির্যাতন একটি বিশ্বসমস্যা। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশ প্রসঙ্গই প্রধানত স্থান পেয়েছে। ILO এর হিসেব মতে, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গৃহকর্মীর সংখ্যা কমপক্ষে ৫২.৬ মিলিয়ন[৬]। বাংলাদেশে গৃহকর্মীর সংখ্যা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন জরিপ নেই। বাংলাদেশ লেবার ফোর্সের একটি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে গৃহকর্মীর সংখ্যা ৩ লাখ ৩১ হাজার, যাদের বয়স ১৫ বছরের উপরে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ-২০১০ অনুযায়ী গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে এমন শিশুর সংখ্যা ১ লাখ ২৫ হাজার, যাদের বয়স ৫-১৭ বছর এবং এর মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই মেয়েশিশু। ২০০৭ ইং সালে আইএলও এবং ইউনিসেফের যৌথ জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকদের সংখ্যা ৪ লাখ ২০ হাজার, তবে বাস্তব সংখ্যা আরো অনেক বেশি। আর এদের অধিকাংশই নারী ও শিশুশ্রমিক। ২০০৯ সালে আইএলও, ইউনিসেফ ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ৫-১৭ বছর বয়সি ৫০ লক্ষ শিশু বিভিন্ন ধরনের শ্রমে যুক্ত, তন্মধ্যে ২০ লক্ষই যুক্ত বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে।[৭] গৃহকর্মে নিয়োজিত শ্রমিকদের উপর শারীরিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়নসহ বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বর্তমানে উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গেছে। শুধু শারীরিক নির্যাতনই নয়, থাকা-খাওয়ার বেলায়ও এদের উপর অমানবিক আচরণ করা হয়। আইএলও এর সাম্প্রতিক (২০১৬ ইং) এক রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের মধ্যে কমপক্ষে ৬৬% মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।[৮]

'ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক' এর হিসাব অনুযায়ী ২০০১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে শুধু ঢাকা শহরেই ৫৬৭ জন গৃহকর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। গৃহকর্মী নির্যাতনের মামলার আসামিদের সাজা হয় না। আদালতে মামলাগুলো অধিকাংশই চূড়ান্ত রায় পায় না। বেশিরভাগ ঘটনাই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। দরিদ্রতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই মামলার বাদীরা অভিযুক্তদের সঙ্গে রফা করে মামলা তুলে নিতে বাধ্য হন। মাত্র ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে হত্যা, সম্ভ্রমহরণ কিংবা অমানবিক নির্যাতনের ঘটনাগুলো বেচাকেনা হয় লোকচক্ষুর আড়ালে এবং আদালতের নাগালের বাইরে চলে যায়। নিচের কয়েকটি পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশে গৃহনির্যাতনের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে।

৬. International Labor Organization, *Domestic Workers Across the World: Global and regional statistics and the extent of legal protection* (Geneva: ILO, 2013), p. 19.
৭. বুলেটিন, আইন ও সালিস কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ২
৮. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৭ আগস্ট ২০১৬ ইং, পৃ. ৮

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস্) এক সমীক্ষা অনুযায়ী গত ২০০১ ইং থেকে ২০১৩ ইং সাল পর্যন্ত কাগজে-কলমে গৃহ শ্রমিকদের উপর অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৯৪৬ টি। এর মধ্যে নিহত হয়েছে ৫২৭ জন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে ৩৯৮ জন, অন্যান্য নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১২১ জন।[৯] এটা হলো কাগজে-কলমের হিসাব। বাস্তবে এই সংখ্যা বহুগুণ বেশি। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস্) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের এক যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, গৃহশ্রমিকদের কারোরই নিয়োগ চুক্তি নেই। তাদের গড় মজুরি ৫০৯.৬ টাকা। এর মধ্যে নিয়মিত মজুরি পায় ৬০ শতাংশ এবং অনিয়মিত মজুরি পায় ৪০ শতাংশ। এত অল্প মজুরিতেও নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে তারা। বকাঝকার শিকার হয় ৮৩.৩৩ শতাংশ, শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় ৪৬.৬৭ শতাংশ, সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ করে ৬৩.৩৩ শতাংশ, যৌননিপীড়ন সহ্য করে ১৬.৬৭ শতাংশ, মানসিক হতাশায় ভোগে ৬৭.৬৭ শতাংশ গৃহশ্রমিক। গৃহশ্রমিকের ঘুমানোর জন্য যথার্থ স্থানও দেওয়া হয় না। ড্রইং রুমে ২০ শতাংশ, রান্নাঘরে ৩৩.৩৩ শতাংশ, বারান্দায় ১৬.৬৭, স্টোর রুমে ৩.৩৩, বেড রুমের মেঝেতে ২০.৬৭ এবং আলাদা রুমে ৬.৬৭ শতাংশ গৃহকর্মী ঘুমায়।[১০] অপর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, বাসা-বাড়ির কাজে নিযুক্ত ৯৫ শতাংশ শিশু গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পরিবারের প্রধানকর্তা ছাড়া নির্যাতনকারীদের ৩০ শতাংশ পরিবারের অন্যান্য সদস্য। এসব শিশুর মধ্যে ৫২ শতাংশ নিয়মিত নির্যাতিত হয়। মৌখিক (গালি) নির্যাতনের শিকার হয় ৯৫ শতাংশ। আর ৮৬ শতাংশ শিশু শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়। রাজধানীর ধানমন্ডি, মিরপুর ও মোহাম্মদপুরের তিনটি ওয়ার্ডের ৮৪৯টি বাড়িতে পরিচালিত এ জরিপে আরো বলা হয়েছে, ৫০ শতাংশ শিশু সময়মতো জামা-কাপড় পায়, বাকীরা পায়না।[১১]

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব মতে, ২০১৫ সালে মোট ৬৩ জন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৫ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ৮ জনের বয়স ৭-১২ বছরের মধ্যে। শারীরিক নির্যাতনের পর মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। অন্যান্য নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৫ জন, আত্মহত্যা করেছেন ১ জন এবং গর্ভপাতকালে মৃত্যু হয়েছে একজনের।[১২] আসক এর রিপোর্টটি সারণি আকারে নীচে দেওয়া হলো:

৯. বুলেটিন, আইন ও সালিস কেন্দ্র, মার্চ ২০১৬, পৃ. ১৩
১০. সম্পাদকীয়, পাক্ষিক মানবাধিকার, ২৪ তম বর্ষ, ৫৫৫ তম সংখ্যা, ৩১ জুলাই ২০১৫ ইং, পৃ. ২
১১. http://www.somewhereinblog.net/blog/Hadi_Ul/29586848 (accessed on 20.11.16)
১২. আইন ও সালিস কেন্দ্র ডকুমেন্টেসন, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ১, লিংক.

সারণি ১: ২০১৫ সালে নির্যাতিত গৃহকর্মীদের বিবরণ

বয়স / নির্যাতনের ধরন	৬ এর নিচে	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	উল্লেখ করা হয়নি	মোট	মামলা হয়েছে
শারীরিক নির্যাতন	১	৮	৫	১	৫	২	৩	২৫	৯
ধর্ষণ/ধর্ষণের চেষ্টা			৩	১			১	৫	৩
মৃত্যু		৩	১১	২	২	৩	৪	২৫	৫
ধর্ষণের পর হত্যা									
শারীরিক নির্যাতনের কারণে মৃত্যু		১	১		১		১	৭	৫
আত্মহত্যা		১	১					১	
মোট	১	১৩	২৩	৪	৮	৫	৯	৬৩	২২

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব মতে, ২০১২ সালে মোট ১০০ গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন।[১৩] এই রিপোর্টটি শুধুমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দু'বছরে (২০১৪ ও ২০১৫ ইং) কমপক্ষে ১৫৬ জন গৃহকর্মী মারাত্মক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।[১৪] উল্লেখিত রিপোর্টসমুহ শুধুমাত্র জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। বাস্তবে এ পরিসংখ্যান যে আরো ব্যাপক তা সহজেই অনুমেয়।

বাংলাদেশে গৃহকর্মী নির্যাতনের কয়েকটি আলোচিত ঘটনা

পুলিশ ও মানবাধিকার সংস্থার তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে গৃহশ্রমিক নির্যাতন আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। সরকারি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, সচিব, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, পুলিশ ও সামরিক কর্মকর্তা, ডাক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, এনজিও কর্মী, খেলোয়াড় এবং চিত্রনায়িকার বাড়িতেও ঘটেছে গৃহকর্মী নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা। কিন্তু অধিকাংশ ঘটনারই সুষ্ঠু তদন্ত হচ্ছে না, বিচার পাচ্ছে না ভুক্তভোগী দরিদ্র অসহায় পরিবার। ধর্ষিতা নারী কখনও বা কলঙ্ক ঘোচাতে নিজেই জীবন বিসর্জন দেয়। ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ক্রিকেটার শাহাদাতের স্ত্রীর বিরুদ্ধে ১১ বছর বয়সী গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। উক্ত গৃহকর্মীকে উদ্ধারের সময় তার শরীরে প্রচুর নতুন ও পুরনো নির্যাতনের চিহ্ন ছিল। ১৯ আগস্ট, ২০১৫ সাতক্ষীরা

http://www.askbd.org/ask/2016/01/07/violence-domestic-worker-january-december-2015/ (accessed on 20.11.16)

১৩. দৈনিক যায়যায় দিন, ৩ আগস্ট, ২০১৩ ইং, পৃ. ২

১৪. ওয়েব সাইট, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, http://www.bnwlabd.org/?p=5901, accessed on 20.11.16

সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটেটের বাসা থেকে নির্যাতিত শিশুকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার করার সময় মেয়েটির মাথার চুল কাটা ছিল এবং তার হাতে, পিঠে ও কোমরের নিচে আগুনে পোড়াসহ একাধিক স্থানে ক্ষত ছিল। রাজধানীর মোহাম্মদপুরের এক বাড়িতে পাবনার আটঘরিয়া থানার ৮ বছরের শিশু রহিমা কাজ করত। একটি প্লেট ভাঙার অপরাধে ১৪ মার্চ, ২০১৫ তারিখে বাড়ির গৃহকর্ত্রী নিলুফার ইয়াসমিন ছোট্ট রহিমাকে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেয়। এভাবে একের পর এক গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়ে রহিমার সারা শরীরে দগদগে ঘা সৃষ্টি করে দেয় গৃহকর্ত্রী। একদিন রহিমার চিৎকারে পাশের বাড়ির এক মহিলা এসে তাকে উদ্ধার করেন। এ যাত্রায় রহিমা বেঁচে গেলেও অভাবের তাড়নায় বাসাবাড়িতে কাজ করতে আসা এ রকম অসংখ্য রহিমা, নূরজাহানরা, সাহেব-বিবিদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে অকালে ঝরে যায়। গরম খুন্তি, ফুটন্ত তেলে ঝলসে দেয়া হয় শরীর। গৃহাভ্যন্তরে নির্যাতিত গৃহকর্মীদের এই আর্তচিৎকার সবসময় চার দেয়াল পেরিয়ে মিডিয়ার কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। তবুও এ পর্যায়ে উদাহরণ স্বরূপ মিডিয়ায় প্রকাশিত গৃহকর্মী নির্যাতনের কয়েকটি আলোচিত ঘটনা উল্লেখ করছি। এখানে আমি ঘটনা চরিত্রের পার্থক্যের বিচারে শুধু চারটি ঘটনা নির্বাচন করেছি।

ঘটনা- ১: নিহত গৃহকর্মী মুন্নির শরীরে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা

রাজধানীর রামপুরায় মুন্নী আক্তার নামে চৌদ্দ বছরের এক গৃহকর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। গত ২৩ জানুয়ারী ২০১৬ ইং বিকেলে বনশ্রী ৪ নম্বর রোডের ৩৫ নম্বর বাসা থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়। রামপুরা থানার অপারেশন অফিসার জানান, মুন্নীর শরীরে আগুনে পোড়াসহ জখমের একাধিক চিহ্ন রয়েছে। কোনো কারণে তাকে দিনের পর দিন নির্যাতন করা হয়েছে। এ ঘটনায় গৃহকর্ত্রী নাজমুন নাহারকে আটক করা হয়। জানা যায়, মুন্নীর বাবার নাম আনোয়ার হোসেন। তাদের বাড়ি নোয়াখালীর সুবর্ণচর এলাকায়। মুন্নী চার বছর ধরে ওই বাসায় কাজ করে আসছিল। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, গৃহকর্মী মুন্নীকে নির্মম নির্যাতনে হত্যা করা হয়েছে।[১৫]

ঘটনা- ২ : গৃহকর্মীকে ধর্ষণের পর হত্যা

নিখোঁজ হওয়ার একদিন পর গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে পুলিশ রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের সীমানার ভেতর থেকে মিনা আক্তার (১৪) নামের এক শিশু গৃহকর্মীর ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে। পুলিশের ধারণা,

১৫. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৬ জানুয়ারী, ২০১৬ইং, পৃ. ২, http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/88549, accessed on 20.11.16

তাকে ধর্ষণের পর মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়। ময়নাতদন্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তি বলেন, শিশুটির শরীরে ধর্ষণের আলামত রয়েছে। পুলিশের ভাষ্য মতে, গৃহকর্মী মিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) চর্ম ও যৌন বিভাগের অধ্যাপক জাকির আহমেদের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, নির্মাণাধীন ভবন বা আশপাশে ধর্ষণের পর শিশুটিকে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। গৃহকর্ত্রী উম্মে হানি বলেন, ঈদের দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তাঁর একমাত্র মেয়ে তানিসা ও গৃহকর্মী মিনাকে বাসায় রেখে বাইরে থেকে তালা দিয়ে এক বাসায় দাওয়াত খেতে যান। রাত আটটার দিকে তাঁর মেয়ে ফোন করে জানায়, মিনাকে বাসায় পাওয়া যাচ্ছে না। তারা ফিরে এসে মিনার সন্ধান পাননি। পরদিন সকালে বাসা থেকে নিচে নেমেই লোকমুখে মিনার মৃত্যুর খবর শুনতে পান। পরে পাশের বাড়িতে গিয়ে মিনার লাশ শনাক্ত করেন। তার ধারণা, মিনা বাসায় রাখা বিকল্প চাবি দিয়ে তালা খুলে বেরিয়ে গেছে। নির্মাণাধীন ভবনের অন্যতম মালিক তোফায়েল খানেরও ধারণা গৃহকর্মী মিনাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।'[১৬]

ঘটনা-৩ : ময়লার স্তুপে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় গৃহকর্মী আদুরিকে

গৃহকর্মী আদুরি নির্যাতন দেশব্যাপী একটি আলোচিত ঘটনা। নির্মম নির্যাতনের পর তাকে অজ্ঞান অবস্থায় রাজধানী ঢাকার একটি ময়লার স্তুপে ফেলে রাখা হয়। গত ২৩ সেপ্টেম্বর ক্যান্টনমেন্ট থানা এলাকার একটি ময়লার স্তুপে আদুরিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ২৬ সেপ্টেম্বর আদুরিকে নির্যাতন করার অভিযোগে পল্লবী ১২ নম্বর সেকশনের সাগুফতা বাড়ি কল্যাণ সমিতি আবাসিক এলাকার সুলতানা প্যালেস নামে (২য় তলা) ২৯/১ নম্বর বাড়ির গৃহকর্ত্রী নওরীন জাহান নদীকে গ্রেপ্তার করে পল্লবী থানা পুলিশ।[১৭]

ঘটনা-৪ : শিক্ষিত পরিবারেও বেলন লাঠি নির্যাতন

রাজধানীর বাড্ডায় শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে গৃহকর্তাসহ একই পরিবারের চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নির্যাতনের শিকার শিশু হালিমা আক্তারকে (১১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিরা হলেন

১৬. দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ইং, পৃ. ২, লিংক http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/641095 (accessed on 20.11.16)

১৭. বিডিনিউজ ২৪ ডটকম, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ ইং, লিংক http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article677843.bdnews (accessed on 20.11.16)

হালিমার গৃহকর্তা ও নৌবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, তাঁর স্ত্রী আয়েশা আক্তার, মেয়ে মুক্তা আক্তার ও তাঁর ছেলে। বাড্ডা থানার পুলিশ জানায়, বাড্ডার ডিআইটি প্রজেক্টের ৮ নম্বর সড়কের ৩৫ নম্বর বাসায় তোফাজ্জল হোসেন সপরিবারে থাকেন। এক বছর ধরে ওই বাসায় হালিমা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। কাজে সামান্য ত্রুটি হলেই তাকে বেধড়ক পেটানো হতো বলে অভিযোগ রয়েছে। গত ২৬ জানুয়ারী ২০১৪ ইং রাত সাড়ে ১১টার দিকেও তাকে মারধর করা হয়। এ সময় তার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীদের একজন বিষয়টি পুলিশকে জানান। পরে বাড্ডা থানার উপপরিদর্শক আমিনুল ইসলাম ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্যাতিত হালিমাকে উদ্ধার করে। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে (ওসিসি) ভর্তি করা হয়। নির্যাতিত হালিমা হাসপাতালে সাংবাদিকদের জানায়, অভাবের সংসারে খাবার জুটত না বলে এক বছর আগে তাকে তোফাজ্জলের বাসায় কাজে দেওয়া হয়। কাজ না পারলে বা দেরি হলে তোফাজ্জলের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা বেলন ও লাঠি দিয়ে প্রায়ই তাকে মারধর করতেন। ঠিকমতো খাবার দিতেন না বলেও সে অভিযোগ করে।[১৮]

ঘটনা বিশ্লেষণ

গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনা যেমন দিন দিন বাড়ছে তেমনি নির্যাতনের ধরনেও দেখা যাচ্ছে নানান অপকৌশল ও বিকৃত রুচির প্রয়োগ। ১নং ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, মুন্নি আক্তার নামের কিশোরীকে নির্মম নির্যাতনে হত্যা করা হয়েছে। তার শরীরে গরম খুন্তি র অসংখ্য ছ্যাঁকার ক্ষতচিহ্ পাওয়া গিয়েছে। নির্যাতনের এটি একটি বর্বরতম মাধ্যম। এখানে গৃহকর্ত্রীর মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গৃহকর্মীর উপর তাদের অন্যায় ক্ষোভ যেন প্রচলিত শাস্তি পদ্ধতিতে প্রশমিত হচ্ছিল না। তাই তারা এই অমানবিক ও পাশবিক পদ্ধতির আশ্রয় নিল। এই বর্বর মানসিকতার উৎস হলো এসব নির্যাতনকারীরা মনেই করে না গৃহকর্মীরাও মানুষ, তাদেরও ক্লান্তি আসে, মাঝে মধ্যে ভুল করার অধিকার তাদেরও আছে, তারা রোবট নয়; বরং দু:খ কষ্টের অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ। এ কারণে তারা গৃহকর্মীদের নির্যাতনে বেছে নেয় অমানবিক কায়দা। আবার দু:খজনক ভাবে ছ্যাঁকা দিয়ে বা খুঁচিয়ে নির্যাতনের এই ধারণাটি যেন একটি কমন ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে নির্যাতনকারীদের মধ্যে। ২নং ঘটনায় গৃহকর্মী নির্যাতনের যে জঘন্যতম রূপটি ফুঠে ওঠেছে তাহলো ধর্ষণের পর হত্যা। এক্ষেত্রে ধর্ষণের অপরাধ ঢাকা দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। অর্থাৎ একটি অপরাধ ঢাকতে গিয়ে আরো জঘন্য অপরাধের আশ্রয় নিচ্ছে। ৩ নং ঘটনায় ভাগ্যবান আদুরি অন্যদের

১৮. দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ জানুয়ারী, ২০১৪ ইং http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/135235 (accessed on 20.11.16)

মতো হত্যার শিকার হয়নি, তাকে পার্শ্ববর্তী ময়লার স্তুপে ফেলে রাখা হয়। এর কারণ হতে পারে, নির্যাতিত মেয়েটির চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে না চাওয়া এবং নির্যাতনের ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া। হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো উৎসুক মানুষের অনুসন্ধানে মূল ঘটনা বেরিয়ে আসবে। এ ঘটনায় নির্যাতনকে লুকিয়ে রাখার নির্মম চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্যদিকে ৪ নং ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষাকে নিরর্থক মনে হবে। গৃহকর্তা একজন সাবেক পদস্থ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তার পরিবারে অমানুষিকতার অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষিত পরিবারের কাছ থেকে এরূপ নির্মমতা সমাজের গভীর অবক্ষয়ের পরিচয় বহণ করে।

গৃহশ্রমের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য

অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া গৃহশ্রমের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়:

১. গৃহ শ্রমিককে সার্বক্ষণিক বিভিন্ন প্রকৃতির শ্রম দিতে হয়। ফলে শ্রমিককে কাজ করতে গৃহ মালিকের বাড়িতেই অবস্থান করতে হয়;

২. গৃহকর্মীদের ঘুমানোর জন্য (গৃহ মালিকের বাড়িতে) কোন নিরাপদ নিধারিত স্থান থাকে না। গৃহ শ্রমিকের মালিকের ঘরের মেঝেতে বা পরিত্যক্ত কোন অরক্ষিত ঘরে বা ঘরের অনিরাপদ বারান্দায় থাকার ব্যবস্থা হয়। এক্ষেত্রে তাদের মানবিক মর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না;

৩. গৃহ মালিক কর্তৃক পুরানো থালা-বাসন গ্লাসে সর্বশেষে ও নিম্ন মানের কম পরিমাণ খাবার দেওয়া হয়;

৪. গৃহ শিশু শ্রমিককে শোয়ার বিছানা, চাদর, পরিধানের বস্ত্র পুরনো, অপরিচ্ছন্ন, পরিত্যক্ত ও অপরিষ্কার দেয়া হয়;

৫. শ্রমে বা কাজে যোগ দেয়ার অধিকার থাকলেও শ্রম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকার থাকে না। মালিকের বাড়িতে অসুবিধা হলে শ্রমিককে পালিয়ে গিয়ে অব্যাহতি নিতে হয়;

৬. গৃহ মালিকের পরিবারের সদস্যগণের নিকট থেকে গৃহকর্মীরা সাধারণত মানবিক আচরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়;

৭. কোন অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বা সামাজিক পর্বে নিম্নমানের নতুন কাপড় দেয়া হয়;

৮. গৃহকর্মে শিশুদের নিয়োগে গৃহকর্তাদের বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কারণ, শিশু শ্রমিকরা বাধ্য ও অনুগত থাকে এবং পরিবারের সকলের নির্দেশ নির্বিবাদে ও প্রতিবাদহীনভাবে পালন করে;

৯. বিশ্রাম, বিনোদন, অবসর যাপনের সুযোগের অভাব এবং গৃহ মালিকের শিশু সন্তানদের সঙ্গে মুক্তভাবে খেলাধুলা করার অনুমতি সীমিত;

১০. সবার পরে ঘুমাতে দেয়া হয় এবং সবার আগে ঘুম থেকে উঠতে বাধ্য করা হয়।

গৃহকর্মীদের উপর নির্যাতনের কারণ

১. **দরিদ্রতা** : বাংলাদেশে গৃহকর্মী নির্যাতনের প্রধান কারণ দরিদ্রতা। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৪ সালে এদেশে দরিদ্র সীমার নীচে মানুষের বসবাস ছিল প্রায় ৪৫ শতাংশের ওপরে। যা বর্তমানে ৩৩ শতাংশের মত রয়েছে।[১৯] গত এক দশকে বাংলাদেশে দরিদ্রতা নিরসনের হারে বেশ অগ্রগতি হলেও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের নাম বিশ্বের চরম দারিদ্র সীমার নিচে থাকা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইলের এই ছোট্ট দেশে ১৬ কোটি লোকের বসবাস। এর মধ্যে বাসস্থানহীন মানুষের সংখ্যা প্রায় ১.৫ কোটি। অনেকে পাচ্ছে না তিন বেলা দুমুঠো ভাত। রাতদিন অবস্থান করছে ফুটপাথ কিংবা রেলস্টেশনে। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অভাব-অনটন ও ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়ে বাসাবাড়িতে গৃহকর্মী হয়ে বা অন্যের অধীনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। আর এই দুর্বলদের উপর নির্যাতন করতে যালেম গৃহকর্তারা ভয় পায় না।

২. **অবলা শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োগ:** শিশুশ্রম একপ্রকার বাধ্য শ্রম। এটা একপ্রকার চাপিয়ে দেওয়া দাসত্ব। আইএলওর রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে ৫-১৭ বছর বয়সী ১৬৮ মিলিয়ন শিশু শ্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মধ্যে ৮৫ মিলিয়ন শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথে জড়িত। আইএলওর ২০০৬ সালের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫-১৭ বছর বয়সী ৭.৪ মিলিয়ন শিশু বিভিন্ন প্রকার দৈহিক শ্রমের সাথে জড়িত। ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, গৃহকর্মে নিয়োজিত ৪৫ শতাংশ শিশুকে তাদের শ্রমের যথাযথ মূল্য পরিশোধ করা হয় না। খুব অল্প পারিশ্রমিকে এই শিশুদেরকে জোর করে কাজে খাটানো হয়।[২০] এসব অবলা অসহায় শিশুদের নির্যাতন করতে গৃহকর্তারা কোন পরোয়া করে না।

৩. **গৃহকর্মীদের দাস-দাসী মনে করা** : নির্যাতনের আরেকটি কারণ হলো কাজের লোক বা গৃহকর্মীদের দাস-দাসী মনে করা। প্রকৃত অর্থে দাস-দাসী মনে করা না হলেও কাজে-কর্মে, আচার-আচরণে, দুর্ব্যবহারে, খানাপিনার ক্ষেত্রে দাস-দাসীর মতোই আচরণ করা হয়। এসব নির্মম ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পেছনে একটি বড় কারণ হলো কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বমূলক আচরণের হিংস্র প্রয়োগ। কর্তা-কর্ত্রীর

---

১৯. http://blog.bdnews24.com/iamkomol1/171485/comment-page-1 (accessed on 18.12.16)

২০. http://www.priyo.com/blog/2015/06/11/152422-শিশুশ্রম-বাস্তবতা-ও সরকারেরর করণীয় (accessed on 18.12.16)

শক্তি ও ক্ষমতার দম্ভ সক্রিয় থাকে বেশি এবং তাদের স্বভাব-চরিত্রের পাশবিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চরমভাবে। আর গৃহকর্মীদের দুর্বলতা, অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা নির্যাতনের পথকে সহজ করে দেয়। যে কারণে তাদের প্রতি সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার বা অত্যন্ত লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দানের ঘটনা খুব সহজেই ঘটতে থাকে। সাধারণ চড়-থাপ্পড় বা হঠাৎ রাগের বশবর্তী হয়ে করা কোনো আচরণের পর্যায়ে না থেকে অত্যাচারটা চলে হিংস্র কায়দায়।

৪. **কাজ উদ্ধারে বল প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করা:** কাজের লোক বা গৃহকর্মীদের থেকে কাজ আদায় করে নেয়ার জন্য তাদের উপর চাপ, গালি-গালাজ, মানসিক আঘাত, এমনকি চড়-থাপ্পড় ও মারধর পর্যন্ত করা হয়, আর এটাকে কাজের লোকদের থেকে কর্মোদ্ধার ও কর্তৃত্ব বজায় রাখার কৌশল মনে করা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে এমন জঘন্য বর্বরতা পর্যায়ে নিয়ে যায়।

৫. **শক্তিশালী প্রতিকার ব্যবস্থা না থাকা :** শক্তিশালী প্রতিকার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি একটি বড় কারণ। গৃহের অভ্যন্তরে চালানো এসব খুন-নির্যাতনের ঘটনার জন্য কোনো ধরনের জবাবদিহিতার যেমন প্রশ্ন ওঠে না, তেমনি তাদের মনেও কোন ধরনের অপরাধবোধ জাগ্রত হয় না। আর যেসব ঘটনা মিডিয়া ও প্রশাসনের নজরে আসে সেগুলোও প্রভাবশালীদের প্রভাব ও ক্ষমতা বলে চাপা পড়ে যায়। বিচার ও শাস্তি উভয় থেকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ থাকে। ফলে এমন হিংস্র ও বর্বর খুন-নির্যাতন ও ন্যাক্কারজনক ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। আর দেশ, সমাজ ও মানবজাতির সম্মুখে নতুন জাহেলিয়াত, ধ্বংস ও বিপর্যয়ের ছায়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

৬. **নৈতিক মূল্যবোধের অভাব :** সবকিছু আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। গৃহাভ্যন্তরে ঘটতে থাকা পারিবারিক, সামাজিক নানান ইস্যুকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে নৈতিক মূল্যবোধের বিকল্প নেই। নৈতিকতার যথাযথ প্রয়োগের অভাবেই সামাজিক এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পথ প্রসারিত হয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক-তমুদ্দনিক সকল পর্যায়ে শিষ্টাচারমূলক মার্জিত আচরণ সবার কাম্য। মানবজীবনের প্রতিটি বাঁকে, অজস্র বাধা-বিপত্তির মোকাবেলায় নৈতিকশক্তির বিকল্প অন্য কিছু আজও উদ্ভাবন করা যায়নি। মানুষের প্রতিটি আচার-ব্যবহার, চাল-চলন তার ভেতরকার মনুষ্যরূপের প্রতিচ্ছবিকে প্রকাশ করে। স্বল্প পরিসরে মনে হলেও নৈতিকতার ব্যাপক প্রভাব মানবজাতির পুরো জীবনসমুদ্রে তরঙ্গাকৃতিতে বহমান। গৃহকর্মী ও গৃহকর্তার মাঝে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও মানবিক সম্পর্ক বজায় না থাকার পেছনে উভয়ের নৈতিক মূল্যবোধের অভাব একটি বড় কারণ।

গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও নীতিমালা

গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

ক. ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন (ILO/আইএলও)

কর্মস্থানের খারাপ পরিবেশ, শ্রমিকদের শোষণ, অশোভন আচরণ ও মানবাধিকার লংঘনসহ গৃহকর্মীদের নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন (ILO) গৃহকর্মীদের অধিকার সুরক্ষা, কর্মস্থান ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ILO আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহকর্মীদের স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন দেশের সরকার, এ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমুহের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, শ্রমিক সংগঠনগুলোকে আর্থিক, নৈতিক ও আইনী সাহায্য প্রদান করে। তাছাড়া Domestic Worker Convention 2011[21]এ গৃহীত সনদ নং ১৮৯ এবং পরামর্শ নং ২০১ বাস্তবায়নে ILO নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সনদ নং ১৮৯ গৃহকর্মীদের অধিকার রক্ষায় একটি যুগান্তকারী আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ। এতে গৃহকর্মীদেরকে অন্যান্য শ্রমিকের মতোই বিবেচনার আহবান জানানো হয়েছে। এই কনভেনশনে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমুহে গৃহকর্মীদের ন্যূনতম স্বার্থ রক্ষার অংগীকার করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে: মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন, কাজ করার মৌলিক অধিকার, নিয়োগ দেওয়ার পদ্ধতি ও শর্ত, কর্মঘণ্টা, পারিশ্রমিক, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, বেসরকারী নিয়োগ এজেন্সি, বিরোধ নিষ্পত্তি, অভিযোগ ও জরবদস্তি।[২২] সনদ নং ১৮৯ অনুযায়ী গৃহকর্মীদের সাথেও এখন থেকে লিখিত চুক্তি করতে হবে। এছাড়া তাদের অন্তত একদিন সাপ্তাহিক ছুটির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং বার্ষিক ছুটি ও অন্যান্য ছুটির দিনগুলোতে কোনভাবেই গৃহকর্মীদের কাজে বাধ্য করা যাবে না। নতুন সনদ নং ১৮৯ ও পরামর্শ নং ২০১, পূর্ববর্তী আইএলও সনদ নং ১৩৮ এবং ১৮২-এর আলোকে গৃহীত হলেও এটি পূর্ববর্তী সনদ ২টির (১৩৮ ও ১৮২) জন্য সম্পূরক। আইএলও সনদ নং ১৩৮ (ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত)-এর মাধ্যমে মূলত শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কোনো শিশু যেন ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পূর্বে শ্রমে নিযুক্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে এবং এ সনদে কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স ১৫ বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যদিও প্রয়োজনে ও ব্যতিক্রম হিসেবে এ বয়স ১২ বছরও হতে পারে। অন্যদিকে আইএলও সনদ নং

২১. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460(accessed on 20.11.16)

২২. http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_209773/lang--en/index.htm (accessed on 20.11.16)

১৮২-তে নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। এই সনদ অনুসারে, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, পর্নোগ্রাফির মতো কাজে শিশুকে ব্যবহার, দাসত্বসদৃশ শ্রম যেমন শিশু পাচার ও বিক্রয়, ঋণদাসত্ব ইত্যাদি কাজ নিকৃষ্ট ধরনের কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ সনদের উদ্দেশ্যে শিশু শব্দটি ১৮ বছরের কম সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ এসব সনদ কীভাবে বাস্তবায়ন করবে ও তার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা কীভাবে তৈরি করবে- সে সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা পরামর্শ ২০১-এ দেয়া হয়েছে।[২৩]

গৃহশ্রমিকদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ আইএলও সনদ নং ১৩৮ ও সনদ নং ১৮৯ এ বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত স্বাক্ষর করেনি।[২৪] যদিও বাংলাদেশ জাতিসংঘ গৃহীত United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) এবং ILO গৃহীত কনভেনশন নং ১৮২ (নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম সম্পর্কিত) সহ শ্রমবিষয়ক প্রায় ৩৩ টি আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে।

খ. জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা

জাতিসংঘ গৃহীত Universal Declaration of Human Rights বা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিক জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্ম, গোত্র, গাত্রবর্ণ, জেন্ডার, ভাষা, রাজনৈতিক বা ভিন্নমত, জাতীয় অথবা সামাজিক উৎস (Origin), সম্পদ, জন্ম বা অন্যান্য স্ট্যাটাস-নিরপেক্ষভাবে সমান। অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির পরিবার, গৃহ ও পত্র যোগাযোগ-এ সকল ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতামূলক হস্তক্ষেপ বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা এবং তার সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত করা যাবে না। অনুচ্ছেদ ২৩, ২৪ ও ২৫-এ সকল শ্রমিকের সমান কাজের জন্য সমান মজুরি নীতির ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত মজুরির বিনিময়ে স্বাধীনভাবে কর্ম নির্বাচন, নির্ধারিত কর্মঘণ্টা, সাময়িক ছুটিসহ বিশ্রাম ও বিনোদন, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বসবাস, পরিবারসহ মানবিক মর্যাদার সাথে জীবনযাপন এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।[২৫]

গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইনী সুরক্ষা

বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মক্ষম প্রতিটি নাগরিকের জন্য কর্মের অধিকার হচ্ছে- তার অধিকার, কর্তব্য এবং মর্যাদার বিষয় এবং শ্রমিকের প্রাপ্য পরিশোধের মূলনীতি হল-"শ্রমিকের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মসম্পাদন এবং

২৩. http://www.askbd.org/Bulletin_Sept_12/PathokPata.php, accessed on 20.11.16
২৪. বুলেটিন, আইন ও সালিস কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ.৩
২৫. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights, accessed on 20.11.16

সম্পাদিত কাজ অনুযায়ী শ্রমের মূল্য পরিশোধ"। অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয়লাভে সমঅধিকারী। অনুচ্ছেদ ৩৪ এ সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম (Forced labour) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের এসব মূলনীতির আলোকে গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে একটি নীতিমালা ছাড়া সুনির্দিষ্ট ও পরিপূর্ণ কোন আইনি কাঠামো পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য কোন কোন আইনের বিচ্ছিন্ন কিছু ধারা রয়েছে। এ পর্যায়ে গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ইংঙ্গিত দেওয়া হলো:

ক. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন : গৃহকর্মী নির্যাতনের প্রায় প্রতিটি ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৪ (খ) ধারায় মামলা হয়। কিন্তু এ আইনটিতে আসামিদের সাজা দেয়ার খুব একটা সুযোগ নেই। এ আইনে কেবল দাহ্য পদার্থ দ্বারা পুড়ে গেলে সাজার সুযোগ থাকে। কিন্তু বেত্রাঘাত, গরম খুন্তি, লোহা, ইস্ত্রির ছ্যাঁকা, গরম পানি ঢেলে দেয়া এ আইনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় দণ্ড-বিধির (২৩, ২৪, ২৫, ২৬) ধারায় মামলা করলে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়।

খ. গৃহভৃত্য নিবন্ধন অধ্যাদেশ-১৯৬১ : গৃহভৃত্য নিবন্ধন অধ্যাদেশ, ১৯৬১-তে বলা হয়েছে, ভৃত্য বা গৃহকর্মী নিয়োগের ১৫ দিনের মধ্যে নিকটস্থ থানায় এর নিবন্ধন করাতে হবে। এতে নারী ও শিশু পাচার রোধে মজবুত বিধান রাখা হয়েছিল। কিন্তু এ আইনটি বাস্তবে কার্যকর করা হয়না। তবে এ বিষয়ে The Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, 2012 (Act No. 3 of 12) নামে নতুন আইন করা হয়েছে।

গ. বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ : এ আইনে গৃহশ্রমিকদের বিষয়ে আলাদা কিছু বলা হয়নি।

ঘ. গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ : গৃহকর্মীদের সুরক্ষা ও কল্যাণে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা' নামে একটি নীতিমালা অনুমোদন দিয়েছে সরকারের মন্ত্রিসভা। এর ফলে গৃহকর্ম শ্রম হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং সবেতনে চার মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছাড়াও অন্যান্য ছুটি ভোগ করতে পারবেন গৃহকর্মীরা। এই নীতিমালা অনুমোদন পাওয়ায় শ্রম আইন অনুযায়ী গৃহকর্মীরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন। নীতিমালায় গৃহ-কর্মীদের বিশ্রামের পাশাপাশি বিনোদনের সময় দেয়ারও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গৃহকর্মীদের শ্রমঘণ্টা এবং বেতন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষ ঠিক করবে। শ্রমঘণ্টা, বিশ্রাম ও বিনোদন সম্পর্কে নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৭.৪ এ বলা হয়েছে: 'প্রত্যেক গৃহকর্মীর কর্মঘণ্টা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যাতে তিনি পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম, চিত্তবিনোদন ও প্রয়োজনীয় ছুটির সুযোগ পান। গৃহকর্মীর ঘুম ও বিশ্রামের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্থান নিশ্চিত করতে হবে। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর অনুমতি নিয়ে গৃহকর্মী সবেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন।'[২৬]

২৬. বাংলাদেশ গেজেট, *গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি*, ২০১৫, অনুচ্ছেদ ৭. ৪, পৃ. ৪৬

নীতিমালায় বলা হয়েছে, আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে গৃহকর্মীর মজুরি নির্ধারিত হবে। পূর্ণকালীন গৃহকর্মীর মজুরি যাতে তার পরিবারসহ সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে জীবন-যাপনের উপযোগী হয় নিয়োগকারীকে তা নিশ্চিত করতে হবে। তবে গৃহকর্মীর ভরণ-পোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া হলে তা মজুরির অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে। তবে ১২ বছর বয়সের কাউকে গৃহকর্মী রাখতে হলে তার আইনানুগ অভিভাবকের সঙ্গে তৃতীয় কোনো পক্ষের উপস্থিতিতে নিয়োগকারীকে আলোচনা করতে হবে। তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে এই আলোচনা, চুক্তি, সমঝোতা বা ঐকমত্যের সময় নিয়োগের ধরন, তারিখ, মজুরি, বিশ্রামের সময় ও ছুটি, কাজের ধরন, থাকা-খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং গৃহকর্মীর বাধ্যবাধকতা এসব বিষয়ের উল্লেখ রাখতে বলা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী, অসুস্থ অবস্থায় কোনো গৃহকর্মীকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। নিয়োগকারীকেই নিজের অর্থে গৃহকর্মীর চিকিৎসা করাতে হবে। এছাড়া গৃহকর্মীকে তার নিজের ধর্ম পালনের সুযোগ দিতে হবে। কর্মরত অবস্থায় কোনো গৃহকর্মী দুর্ঘটনার শিকার হলে চিকিৎসাসহ ক্ষয় ক্ষতির ধরন অনুযায়ী নিয়োগকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

গৃহকর্মীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না উল্লেখ করে নীতিমালার ৭.১০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ঃ (ক) কোন ক্রমেই গৃহকর্মীর প্রতি কোনো প্রকার অশালীন আচরণ অথবা দৈহিক আঘাত অথবা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। গৃহকর্মীর উপর কোনো রকম হয়রানি ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকারের উপর বর্তাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ও সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী প্রদান করবে। (খ) নিয়োগকারী, তার পরিবারের সদস্য বা আগত অতিথিদের দ্বারা কোন গৃহকর্মী কোনো প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন যেমন- অশ্লীল আচরণ, যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন কিংবা শারীরিক আঘাত অথবা ভীতি প্রদর্শনের শিকার হলে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) গৃহকর্মী নির্যাতন বা হয়রানির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানা যেন দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সে জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাপ্তরিক নির্দেশনা জারি করবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় গৃহকর্মীর প্রতি নির্যাতনের প্রতিকারে প্রয়োজনে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সরকারের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারবে। (ঘ) গৃহকর্মী কর্তৃক দায়েরকৃত যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতন কিংবা শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের মামলা সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত হবে। যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রিম

কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে। (ঙ) গৃহকর্মী তার কর্মরত পরিবারের সদস্য বিশেষ করে শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধ বা অন্য কোন সদস্যের প্রতি কোনরূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বা পীড়াদায়ক আচরণ করতে পারবে না। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে নিয়োগকারী তার নিয়োগ বাতিল করতে পারবে এবং তার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। (চ) নিয়োগকারী পূর্ণকালীন গৃহকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ছবিসহ সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করতে পারবেন। (ছ) নীতিতে যাই থাকুক না কেন গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কোন বাধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না।'[২৭]

কাউকে না জানিয়ে গৃহকর্মী চলে গেলে নিয়োগকারী সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করতে পারবেন। তবে অর্থ বা মালামাল নিয়ে গৃহকর্মী পালিয়ে গেলে সেক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন নিয়োগকারী। নিয়োগকারী পূর্ণকালীন গৃহকর্মী নিয়োগ দিয়ে তার ছবিসহ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করতে পারবেন। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো গৃহকর্মীকে চাকরি থেকে অপসারণ করতে হলে এক মাস আগে জানাতে হবে। গৃহকর্মীও যদি চাকরি ছাড়তে চান; তবে নিয়োগকারীকে তা এক মাস আগে জানাতে হবে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কেউ গৃহকর্মীকে চাকরি থেকে বাদ দিলে এক মাসের মজুরি দিয়ে বিদায় করতে হবে। এই নীতিমালা বাস্তবায়নে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি তদারকি সেল থাকবে।

ঙ. **হাইকোর্টের রুল :** 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা' অনুমোদনের আগে Bangladesh National Woman Lawyers Association (BNWLA) এর একটি রিটের[২৮] প্রেক্ষিতে গৃহকর্মীদের রক্ষায় ও আইনী শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের হাইকোর্ট সরকারের উদ্দেশ্যে একটি রুল জারি করে। ২০১১ সালে বিচারপতি এম ঈমান আলী ও বিচারপতি শেখ হাসান আরিফের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সরকারকে গৃহশ্রমসংক্রান্ত আইনানুগ কাঠামো তৈরিতে ১০টি নির্দেশনা দেন। এ রায়ের আশাব্যঞ্জক দিক হলো, এটি বাস্তবায়িত হলে আইএলও সনদ ১৮৯ ও পরামর্শ ২০১-এর মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে। নির্দেশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে, ১২ বছরের নিচের শিশুদের সব ধরনের শ্রমে (এমনকি গৃহশ্রমেও) নিয়োগ নিষিদ্ধ করা, ১৩-১৮ বছর বয়সের গৃহকর্মে নিযুক্ত শিশুদের নিয়মিত শিক্ষা অথবা কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা, গৃহকর্মীদের শ্রম আইনের অধীনে শ্রমিক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা এবং গৃহশ্রমিক প্রতিরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১০-এর

---

২৭. প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ ৭.১০, পৃ. ৪৭

২৮. Writ Petition No. 3598 of 2010; reported in 31 BLD 265.

ধারাগুলো বাস্তবায়ন করা, গৃহশ্রমিকের ওপর সহিংসতামূলক আচরণের মামলাগুলোর নিয়মিত তদারকি করা, নারী ও শিশুদের শহরে পাঠানোর আগে নিকটস্থ ইউনিয়ন পরিষদে অভিভাবক কর্তৃক নাম-ঠিকানা নিবন্ধন করা, গৃহকাজে নিয়োজিত গৃহকর্মীদের নিবন্ধন ও এ তথ্যগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ সরকারের তরফ থেকে নিশ্চিত করা, প্রতি দুই মাস অন্তর একবার গৃহকর্মীদের শারীরিক সুস্থতার পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করে যত দ্রুত সম্ভব আইন প্রণয়ন করা, গৃহকর্মীদের কাজের সময়সীমা, বিশ্রাম, বিনোদন, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সুদৃঢ় আইনি কাঠামো তৈরি করা। গৃহকর্মীরা গৃহকাজে নিযুক্ত অবস্থায় কোনো প্রকার অসুস্থতা, আঘাত অথবা দুর্ঘটনার শিকার হলে তাদের যথাযথ চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিশ্চয়তা অবশ্যই আইনে রাখা।[২৯]

গৃহকর্মীদের অধিকার সুরক্ষায় ইসলামী আইনের মূলনীতি

পশ্চিমা বিশ্ব মাত্র বিগত শতক থেকে গৃহশ্রমিকদের অধিকার থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। এটি এজন্য যে, তাদের সমাজে গৃহকর্মী ও গৃহের মালিকের মধ্যে বস্তুগত কর্তৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু ইসলামী শরীয়ায় এ সম্পর্ক নিছক বস্তুগত নয়; বরং আত্মিক ও ঈমানী চেতনায় সমৃদ্ধ। সেখানে আছে গৃহকর্তার সাথে গৃহকর্মীর দয়া ও ভালোবাসার সম্পর্ক, দায়িত্বের আমানত যথাযথভাবে সংরক্ষণের ভয়, গৃহশ্রমিকের পক্ষ থেকে কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও আল্লাহকে ভয় করে চলার শিক্ষা। অনুরূপ গৃহকর্মীর অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা গৃহকর্তার পক্ষ থেকে শুধু করুণার বিষয় নয়; বরং এটি শরীয়তের নির্দেশ ও তার ঈমানে পরিপূর্ণতার শর্তও বটে। এই চেতনার ভিত্তিতেই ইসলাম শ্রমিক ও গৃহকর্মীদের বিশেষ সম্মান দিয়েছে এবং ইতিহাসে সর্বপ্রথম তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও রীতি যেখানে শ্রমিকের কাজকে হীন ও নীচুজ্ঞান করেছে, ইসলাম সেখানে তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। ইসলাম ও ভৃত্যের মাঝে মানবিক মর্যাদায় কোন পার্থক্য করে না; বরং তারা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। ইসলাম সব শ্রমিকের সঙ্গে সদাচরণের শিক্ষা দেয়। এ পর্যায়ে গৃহকর্মীদের অধিকার রক্ষায় ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১. সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না: গৃহকর্মীদের উপর সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতে ইসলাম নিষেধ করেছে। মানবতার মুক্তিদূত ও বিশ্ববাসীর জন্য রহমত নবী মুহাম্মদ স. এ ব্যাপারে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। তাছাড়া মানবাধিকার বিষয়ে শরীয়তে প্রায় শতাধিক বিধান রয়েছে, যা সুস্পষ্ট ভাবে দুর্বল মানুষের ব্যাপারে ইসলামের বিশেষ যত্নশীলতা প্রমাণ করে।

২৯. দৈনিক যায়যায় দিন, ৩ আগষ্ট, ২০১৩ ইং, পৃ. ১৬

যখন গৃহে কাজের চাপ বেশি থাকবে, তখন সে কাজে গৃহকর্মীকে সহায়তা করা গৃহকর্তার দায়িত্ব। কারণ, সাল্লাম বিন 'আম্‌র রা. একজন সাহাবীর মাধ্যমে নবী স. থেকে বর্ণনা করে বলেন:

إِخْوَانُكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ أَوْ فَأَصْلِحُوا إِلَيْهِمْ وَاسْتَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَكُمْ، وَأَعِينُوهُمْ عَلَى مَا غَلَبَهُمْ

তারা তোমাদের ভাই, সুতরাং তাদের প্রতি সদাচার করো এবং তোমাদের জন্য যে কাজ কঠিন সেক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা চাও এবং তাদের উপর অর্পিত কাজে তাদের সহায়তা করো।[৩০]

আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

অধীনস্তদের খাবার ও পোশাক যথাযথভাবে প্রদান করা মালিকের দায়িত্ব এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।[৩১]

মালিক রহ. আরো বলেন, আমাদের নিকট সংবাদ এসেছে যে, উমর রা. প্রতি শনিবার বাজারে যেতেন এবং যখনি কোন শ্রমিকের উপর সাধ্যাতীত কাজের বোঝা দেখতে পেতেন তিনি তা সরিয়ে নিতেন।[৩২]

গৃহকর্মীদের অধিকার রক্ষায় ইসলাম শুধু নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাদের প্রতি সদাচারের জন্য উৎসাহও দেওয়া হয়েছে। আম্‌র ইবনু হুরাইস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَكَ أَجْرًا فِي مَوَازِينِكَ يوم القيامة

তোমার ভৃত্যের কাজ থেকে যে পরিমান কাজ তুমি হালকা করে দিবে, কিয়ামতের দিন তোমার মিযানে তার প্রতিদান দেওয়া হবে।[৩৩]

২. খাবার ও পোশাকে গৃহকর্মীদের অধিকার: ইসলাম সমাজের সকল স্তরে সম্ভাব্য সকল উপায়ে স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সেজন্য খাদ্য ও পোশাকের মতো বিষয়েও গৃহকমীদের কি অধিকার রয়েছে সে প্রসংগে ইসলাম সোচ্চার রয়েছে।

৩০. আহমদ, *মুসনাদ* (বৈরূত: লেবানন, দারুল কালাম, ১৯৯৭ ইং), খ. ৫, পৃ. ৩৭১

৩১. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায়: আল-আইমান, পরিচ্ছেদ: ইত'আমুল মামলূক..., হা. নং: ৪৪০৬

৩২. মালিক, *মুয়াত্তা*, (বৈরূত: দারু ইহইয়ায়িল উ'লুম, ১৯৮৮ ইং), কিতাবুল জামে', বাবুল আমরি বির্ রিফকি বিল্ মামলুক, পৃ. ১৭৬৯

حَدَّثَنِي مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ لا يُطِيقُهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ

৩৩. ইবনে হিব্বান, *আস্‌সহীহ* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা, ১৯৫২ইং), পৃ. ১৫৩

রাসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন হাদিসে এ ব্যাপারে উম্মাহকে নির্দেশনা দিয়েছেন। স্ত্রী, সন্তান, গৃহকর্মী ও নিজের খাবারের জন্য ব্যয় করাকে রাসূলুল্লাহ স. সাদাকাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন। যেমন মিকদাম বিন মা'দীকারিব রা. থেকে বণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة

তুমি যা খাও তা তোমার জন্য সাদাকাহ, তোমার সন্তানকে যা খাওয়াও তা তোমার জন্য সাদাকাহ, যা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াও তা তোমার জন্য সাদাকাহ এবং তোমার গৃহকর্মীকে যা খাওয়াও তাও তোমার জন্য সাদাকাহ।[৩৪]

লক্ষণীয় হলো, উল্লেখিত চার দলের মধ্যে রাসূলুল্লাহ স. কোন প্রকার মর্যাদাগত বিভাজন করেননি, যা ইসলামী সাম্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাম্যের এই চেতনা গৃহকর্মীদের সাথে একত্রে বসে আহার করার নির্দেশেও লক্ষ্য করা যায়। আবূ হুরাইরা রা. থেকে বণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أو لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أَكْلَةً أو أَكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ

তোমাদের কারো জন্য যখন তার খাদেম বা গৃহকর্মী খাবার নিয়ে আসবে, তখন যদি তার সাথে একত্রে বসে খাওয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে অন্তত তাকে এক লোকমা বা দুই লোকমা খাইয়ে দিবে অথবা একবার বা দু'বার খাবে। কেননা সে (কষ্ট করে) এ খাবার প্রস্তুত করেছে।[৩৫]

এই হাদিসের মূল মেসেজ হলো, গৃহকর্মীদের সাথে একত্রে বসে খাওয়াই উত্তম, তবে কখনো তা বাস্তব কারণে সম্ভব না হলে কমপক্ষে তাকে নিজেদের খাবার থেকে কিছুটা খাইয়ে দিবে। কিন্তু অতীব দু:খের বিষয়, আমাদের সমাজে গৃহের মালিক ও গৃহকর্মীর খাবারের মানে পার্থক্য করার হীন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ সময় উচ্ছিষ্ট ও তুলনামূলক নিম্নমানের খাবার তাদের খেতে দেওয়া হয়। আবার অনেকে পরিবার নিয়ে বেড়াতে যান কিংবা রেস্টুরেন্টে খেতে যান, তখন তারা যে দামী দামী খাবার খান, খরচ কমাতে পাশে থাকা গৃহকর্মীকে তা খাওয়ান না। গৃহকর্মী পাশে

৩৪. আহমদ, *মুসনাদ*, খ. ৪, পৃ. ১৩১

৩৫. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল, আস-সহীহ, (বৈরূত: লেবানন, দারুল কালাম, ১৯৮৭ ইং), কিতাবুল ইতক, বাবু ইযা আতাহু খাদিমুহু বিতাআ'মিহি, হাদীস নং: ২৫৫৭

বসে থাকে অথবা তাকে কমদামী খাবার খেতে দেওয়া হয়। এ জাতীয় বিভাজন ইসলামী চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং রাসূলুল্লাহ স. নির্দেশের লংঘন। ইসলাম এসব জাহিলি প্রবণতা ও মানবসমাজের কৃত্রিম ভেদাভেদকে নির্মূলে পদ্ধপরিকর। তাই গৃহের মালিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যা খাবে গৃহকর্মীকেও তা খাওয়াবে, তারা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তা পরতে দিবে। যেমন আবু যর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

من لاءمكم من مَمْلُوكِيكُمْ فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله

তোমাদের যদি কোন সেবক থাকে তাহলে তোমরা যা খাবে তাকে তা খাওয়াবে এবং তোমরা যে মানের পোশাক পরিধান করবে তাকেও তা পরাবে। তাদের মধ্যে যার সাথে তোমাদের বনিবনা হবে না তাকে স্বাধীন করে দাও। তবুও আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।[৩৬]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

لِلْمَمْلُوكِ عَلَى سَيِّدِهِ ثَلاثُ خِصَالٍ : لا يُعَجِّلُهُ عَلَى صَلاتِهِ , وَلا يُقِيمُهُ عَنْ طَعَامِهِ وَيُشْبِعُهُ كُلَّ الإِشْبَاعِ

গৃহকর্তার উপর গৃহকর্মীর তিনটি অধিকার রয়েছে। তাকে তার সালাতে তাড়াহুড়ো করতে বলবে না, খাওয়া অবস্থায় উঠিয়ে দিবে না এবং তাকে পূর্ণ তৃপ্তির সাথে খেতে দিবে।[৩৭]

৩. গৃহকর্মীর ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে ন্যায়বিচার ও ক্ষমা পাওয়ার অধিকার : মানব জীবনের সৌন্দর্য, চারিত্রিক উৎকর্ষ, পারস্পরিক হক আদায় ও অন্যায়-অনাচার থেকে বাঁচার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো ক্ষমা প্রদর্শন। ক্ষমার গুণে গুণান্বিত হলে মানুষ আল্লাহ ও বান্দা সবার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। ক্ষমাশীলদের জীবন কল্যাণ, বরকত ও পুণ্যতায় ভরে ওঠে। ক্ষমা করা মুত্তাকীর পরিচয়। ক্ষমা দুনিয়া-আখিরাতে মুক্তির চাবিকাঠি। আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

৩৬. আবু দাউদ, সুনান, (বৈরূত: লেবানন, দারু ইহইয়াতুত তুরাছ আল আরাবী, ১৯৭৫ ইং), কিতাবুল আদব, বাবু হুকুকিল মামলুক, হাদীস নং; ৫১৩৯

৩৭. তাবারানী, আল-মু'জাম আস-সগীর, (বৈরূত: আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫ ইং), খ. ২, পৃ. ১২৭

'যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুত, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[৩৮]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কুরআনের আয়াত ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ 'মন্দকে ভালো দ্বারা দমন কর'[৩৯] সম্পর্কে বলেন, এর প্রকৃত মর্ম হলো:

أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم، كأنه ولي حميم.

আল্লাহ মুমিনদের নির্দেশ নির্দেশ দিয়েছেন, ক্রোধের সময় ধৈর্যধারণ এবং অন্যের খারাপ আচরণের সময় ক্ষমা ও বিনয় অবলম্বন করার। যখন মানুষ এই নীতি অবলম্বন করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং শত্রুদের এমনভাবে অনুগত করে দেবেন, যেন তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।[৪০]

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত, এক সাহাবি রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞেস করলেন:

يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان الثالثة قال: اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرّة.

ইয়া রাসূলুল্লাহ স. আমরা গৃহকর্মীকে কতবার ক্ষমা করব? রাসূলুল্লাহ স. চুপ থাকলেন। প্রশ্নকারী আবার জিজ্ঞেস করলেন, এবারও আল্লাহর রাসূল স. চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমা করবে।[৪১]

গৃহকর্মীকে কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ স. শ্রমিকদের অপমান করা, আঘাত করা কিংবা তাদের প্রতি বদ্ দোয়া করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: 'একদা আমি আমার এক গোলামকে প্রহার করছিলাম, এমতাবস্থায় পেছন থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, জেনে রাখো! হে আবু মাসউদ। রাগের কারণে আমি সে আওয়াজ ভালোভাবে শুনিনি। আমার কাছে আসার পর দেখলাম স্বয়ং আল্লাহর রাসূল স. বলছেন, জেনে রাখো! হে আবু মাসউদ! জেনে রাখো! হে আবু মাসউদ। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি হাত থেকে লাঠিটা ফেলে দিলাম। অতপর রাসূলুল্লাহ স. বলেন, اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ

৩৮. আল-কুরআন, ৩ : ১৩৪
৩৯. আল-কুরআন, ২৩ : ৯৬
৪০. ইবন জারীর আত-তাবারী, *তাফসীর আত-তাবারী* (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, সনবিহীন), খ. ২১, পৃ. ৪৭২
৪১. আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুল আদব, বাবু হুকুকিল মামলুক, হাদীস নং. ৫১৪২

مِنْكَ عَلَيْهِ 'জেনে রাখো! হে আবু মাসউদ, তুমি তার উপর যতটুকু ক্ষমতাবান, তার চেয়েও বেশি আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর ক্ষমতাবান।' তিনি বলেন, এরপর আমি বললাম, আমি আর কখনো কোন গোলামকে প্রহার করবো না।'[৪২]

রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বদদোয়া করতে নিষেধ করেছেন। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী স. বলেছেন:

لا تَدْعُوا على أنفسكم ، ولا تَدْعُوا على أولادكم ، ولا تَدْعُوا على خَدَمكم ، ولا تَدْعوا على أموالكم.

তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করো না, সন্তানদের বদদোয়া করো না, গৃহকর্মীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করো না এবং তোমাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দোয়া করো না।[৪৩]

৪. উত্তম ও মানবিক আচরণ পাওয়ার অধিকার: রাসূলুল্লাহ স. গৃহ শ্রমিকদের সাথে মানবিক আচরণ করার আহবান জানিয়েছেন, তাদের প্রতি দয়াদ্র হতে বলেছেন। প্রিয় রাসূল স. আমাদের অধীনস্ত ও সেবকদেরকে ভাইয়ের মর্যাদা দিতে বলেছেন। আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণিত হাদীসে নবীজী ইর্শাদ করেন:

... إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

তোমাদের গৃহকর্মী বা খাদেমরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং কারো অধীনে কারো ভাই থাকলে সে যা খায় তাকে যেন তা খাওয়ায়, সে যা পরিধান করে তাকে যেন তা পরতে দেয় এবং তাদের উপর তোমরা সাধ্যাতীত কাজ চাপিয়ে দিবে না। যদি তোমরা তাদেরকে কোন কাজ দাও তবে তাদেরকে সাহায্য করো।[৪৪]

দয়ার্দ্র আচরণের প্রতি উৎসাহ দিয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন:

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا مَن في الأرض يرحمهم من في السماء

৪২. মুসলিম, আস-সহীহ, (বৈরুত: লেবানন, দারু ইহইয়াতুত তুরাছ আল আরাবী, ১৯৭২ইং), কিতাবুল ঈমান, বাব: কাফ্ফারাতু মান লাতিমা আবদাহু, হাদীস নং. ১৬৫৯
৪৩. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, কিতাব, বাবুন নাহয়ি আইয়াদউল ইনসানা আ'লা আহলিহি, হাদীস নং: ১৫৩৪
৪৪. মুসলিম, *আস-সহীহ*, কিতাবুল ঈমান ওয়ান নজর, বাব: ইতয়া'মুল মুলুক মিম্মা য়ু'কাল, হাদীস নং: ১৬৬১

দয়াকারীদেরকে অতিশয় দয়ালু (আল্লাহ) দয়া করেন, পৃথিবীতে যারা আছে তোমরা তাদের প্রতি করুণা করো, তাহলে আকাশে যে সত্তা আছেন তিনি তোমাদের প্রতি করুণা করবেন।[৪৫]

৫. দ্রুত পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার : রাসূলুল্লাহ স. কোন জুলুম ও কালক্ষেপণ না করেই শ্রমিক বা খাদেমকে তাদের পারিশ্রমিক প্রদান করতে নির্দেশ করেছেন।

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

ঘাম শুকানোর আগেই তোমরা শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।[৪৬]

পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসাধুতার বিষয়ে ইসলাম সতর্ক করে দিয়েছে। বিচারের দিনে মহানবী স. তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন, যে ব্যক্তি একজন শ্রমিক নিয়োগ করে তার কাছ থেকে পরিপূর্ণ কাজ আদায় করে কিন্তু তাকে তার মজুরি পরিশোধ করে না। হাদিসে কুদসীতে নবী স. মহান আল্লাহ তাআ'লা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন:

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

তিনজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই বাদি হবো। (তাদের একজন হলো,) যে কাউকে মজুর নিয়োগ করে তার থেকে সম্পূর্ণ কাজ আদায় করে নিলো; কিন্তু তাকে মজুরি আদায় করলো না।[৪৭]

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, শ্রমিক কিংবা গৃহকর্মীদের উপর যে কেউ কোন প্রকার জুলুম করলে নির্যাতিতের পক্ষ হয়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রাপ্য আদায় করে নেবেন।

ইবনে তাইমিয়াহ রহ. অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, নিয়োগদাতা তার কর্মচারীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করতে বাধ্য। যদি মজুরির হার খুব অল্প হয়, তাহলে একজন ব্যক্তি পর্যাপ্ত কাজ করতে উৎসাহী নাও হতে পারে। পক্ষান্তরে, মজুরির হার যদি খুব বেশি হয়, তাহলে নিয়োগকারী মুনাফা অর্জনে সক্ষম নাও হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে তার ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী পরিচালিত কোনো ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে মজুরির পরিমাণ বা হার কর্মচারী ও নিয়োগদাতা উভয়ের জন্যই ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া অবশ্যক।

৪৫. তিরমিযি, আস্‌সুনান, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাব: মা যাআ ফি রাহমাতিল মুসলিমীন, হাদীস নং: ১৯২৪

৪৬. তাবারানী, *আল-মু'জাম আস-সগীর*, বাবু মান ইসমুহু যাকের, হাদীস নং: ৩৪

৪৭. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল, *আস-সহীহ*, কিতাবুল বুয়ু', বাব: ইছমুন মান বাআ' হুররান, হাদীস নং. ২১১৪

রাসূলুল্লাহর স. গৃহে গৃহশ্রমিকরা যেমন ছিলেন

মানবজীবনকে সমস্যামুক্ত করার জন্য এবং শান্তিময় কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই দয়াময় আল্লাহ বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স. কে পাঠিয়েছিলেন। রাসূল স. ছিলেন এতিমের বন্ধু, গরিবের বন্ধু ও নির্যাতিত মানুষের সবচেয়ে বড় সহায়। তিনি সকলের সাথে ভালো আচরণ করতেন, কারো সাথে খারাপ আচরণ করতেন না। অধীনস্ত ও গৃহকর্মীদের অধিকারের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। নবী করিম স. মৃত্যুমুহূর্তে শেষ বাক্য হিসেবে বলে গেছেন: الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 'নামাজ, নামাজ। অর্থাৎ তোমাদের দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।' মহানবী স. বারবার এ কথা বলতে থাকেন।'[৪৮]

তিনি বাস্তব জীবনেও এ নীতির অনুসরণ করে গেছেন। আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا

রাসূলুল্লাহ স. কখনো কোন বস্তু, নারী এবং কোন গৃহকর্মীকে হাত দিয়ে আঘাত করেননি।[৪৯]

হযরত আনাস বিন মালিক রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর খাদেম ছিলেন। গৃহকর্মীদের সাথে রাসূলুল্লাহ স.-এর আচরণ সম্পর্কে তিনি বলেন:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن النَّاس خلقًا، فأرسلني يومًا لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان، وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: ((يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. وَاللهِ! لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُ: لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا. وَلاَ لِشَيْءٍ تَرَكْتُ: هَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا

রাসূলুল্লাহ স. ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ। একদিন তিনি আমাকে এক প্রয়োজনে পাঠালেন। তখন আমি বলে ফেললাম, আমি যেতে পারবো না। অথচ আমার মনে মনে ছিল নবী স. যে ব্যাপারে আদেশ করেছিলেন আমি তা করবো। (আনাস রা.) আরো বলেন, এরপর আমি বের হয়ে বাজারে খেলাধুলারত কিছু বাচ্চাদের অতিক্রম করছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ স. পেছন দিক থেকে

৪৮. আহমদ, মুসনাদ, বাব: হাদিসু উম্মে সালমা, হাদীস নং. ২৬৭৭০

৪৯. মুসলিম, আস-সহীহ, কিতাবুল ফাদায়েল, বাব: মুবাআ'দাতুহু সা. লিল-আছাম, হাদীস নং ২৩২৮

আমার দু'কাধ ধরলেন। আমি তার দিকে ফিরে দেখলাম, তিনি হাসছেন। এরপর আমাকে বললেন, হে উনাইস! (স্নেহের সম্বোধন) আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলেছি সেখানে গিয়েছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যাবো, অত:পর আমি গেলাম। আল্লাহর শপথ! আমি দীর্ঘ ছয় বছর কিংবা (কোন বর্ণনা অনুযায়ী) নয় বছর তাঁর খেদমত করেছি। কিন্ত আমার জানা নেই, আমার কোন কাজের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, কেন কাজটি এভাবে করেছ? অথবা আমি কোন কাজ না করলে তিনি বলেছেন, কেন এই এই কাজ করোনি?[৫০]

অন্য বর্ণনাতে এসেছে,

خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي: أف، ولا: لم صنعت؟ ولا:ألا صنعت.

আমি দশ বছর নবী স.-এর সেবা করেছি। তিনি আমাকে (বিরক্ত হয়ে) উহ্ পর্যন্ত বলেননি এবং এটাও বলেননি: কেন এটা করেছ? এবং এটাও বলেননি কেন এটা করোনি?[৫১]

রাসূলুল্লাহ স. গৃহকর্মীদের ব্যাপারে এতটা যত্নশীল ছিলেন যে, তিনি তাদের বিবাহ শাদীর খোঁজ রাখতেন। যেমন, রবীয়া বিন কাব আল-আসলামী রা. থেকে বর্ণিত।

قال: كنت أخدم النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قال: فقلت: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. قال: فأعرض عني، ثم قال بعد ذلك: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قال: فقلت: لا والله يا رسول الله، ما أريد أن أتزوج، وما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني. وقال: ثم راجعت نفسي، فقلت: والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. قال: وأنا أقول في نفسي: لئن قال لي الثالثة لأقولن : نعم. قال: فقال لي الثالثة: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله، مربي بما شئت، أو بما أحببت. قال: «انطلق إلى آل فلان».

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর সেবক ছিলাম। একদিন নবী সা. আমাকে বললেন, তুমি বিবাহ করবে না? আমি বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! আমি

৫০. মুসলিম, *আস-সহীহ*, কিতাবুল ফাদায়েল, বাব: কানা রাসূলুল্লাহ আহসানুন নাছি খুলুকান, হাদীস নং ২৩১০

৫১. মুসলিম, *আস-সহীহ*, কিতাবুল ফাদায়েল, বাব: কানা রাসূলুল্লাহ আহসানুন নাছি খুলুকান, হাদীস নং ২৩০৯

বিবাহ করতে চাই না। কারণ একজন নারীর ভরণপোষণের সামর্থ্য আমার নেই এবং এ বিষয়ে আপনাকেও ব্যস্ত করতে চাই না। অতঃপর তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার বললেন: তুমি বিবাহ করবে না? আমি বললাম, না, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিবাহ করতে চাই না। কারণ একজন নারীর ভরণপোষণের সামর্থ্য আমার নেই এবং এ বিষয়ে আপনাকেও ব্যস্ত করতে চাই না। অতঃপর তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর আমি মনে মনে চিন্তা করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, দুনিয়া আখিরাতে আমার কল্যাণ বিষয়ে আপনি বেশি অবগত। তাই আপনি যা চান কিংবা পছন্দ করেন সে বিষয়ে আমাকে আদেশ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, আনসারদের অমুক এলাকার অমুকের নিকট যাও।[৫২]

রাসূলুল্লাহ স.-এর এই মমত্ববোধ অমুসলিম গৃহকর্মীদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। একবার রাসূলুল্লাহ স.-এর খাদেম এক ইহুদি বালক ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ স. তাকে দেখতে গেলেন এবং দেখাশুনা করলেন। বালকটির মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি তার সেবা শুশ্রূষা করলেন এবং তার মাথার পাশে বসে তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে আহবান করলেন। বালকটি জিজ্ঞাসার ভংগিতে তার পিতার দিকে তাকালো। তার পিতা তাকে বললো, আবুল কাসিমের (রাসূলুল্লাহ স.) আনুগত্য করো। এরপর সে ঈমান আনলো এবং তার রুহ চলে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ স. বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচালেন।[৫৩]

গৃহশ্রমিকদের ব্যাপারে ইসলামী আইনের সারসংক্ষেপ

উপরোক্ত কুরআন, হাদীসের বর্ণনা ও সাহাবীগণের বাণী বিশ্লেষণ করলে গৃহশ্রমিকদের বিষয়ে ইসলামী নির্দেশনার যে সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় তা হলো:

১. গৃহকর্মীরা পরিবারের সদস্যতুল্য গণ্য হবে। তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক থাকবে, মালিক ও ভৃত্যের সম্পর্ক নয়;
২. পরিবারের সদস্যরা যা খাবে, তারাও তাই খাবে। পরিবারের সদস্যরা যা পরবে তাদেরও সে ধরনের পোশাক দিতে হবে। মাঝে মধ্যেই তাদের নিজেদের সাথে খাবার খেতে ডাকতে হবে;

৫২. আহমদ, মুসনাদ, খ. ৪, পৃ. ৫৮, হাদীস নং ১৬৬২৭

৫৩. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه و سلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له (أسلم) . فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه و سلم فأسلم (فخرج النبي صلى الله عليه و سلم وهو يقول (الحمد لله الذي أنقذه من النار

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুল জানায়েয, বাব নং. ৭৮, হাদীস নং. ১২৯০

৩. সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ তাদের ওপর চাপানো যাবে না। যদি দেয়া হয়, তবে তাকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে ও সক্রিয় সহযোগিতা করতে হবে;

৪. সকল মানুষেরই ভুল হতে পারে। গৃহকর্মীদের ভুল হতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাদের প্রতি ইনসাফ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ স. একজন প্রশ্নকারীর জবাবে বলেছেন, প্রয়োজন হলে প্রতিদিন তাদেরকে সত্তরবার ক্ষমা করবে;

৫. গৃহকর্মীগণ গৃহকর্তার কাছ থেকে উত্তম ও মানবিক আচরণ পাওয়ার অধিকারী;

৬. পারিশ্রমিক প্রদানে গড়িমসি করা যাবে না, যথাসম্ভব দ্রুত তা পরিশোধ করতে হবে;

৭. ইসলাম শুধুমাত্র গৃহকর্মী নির্যাতন প্রতিরোধে নির্দেশ জারি করেই ক্ষান্ত হয়নি; তাদের প্রতি সদাচারের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে, যা মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অত্যন্ত কার্যকরী;

৮. সর্বোপরি আখেরাতের ভয়াবহ দিনের কথা হৃদয়ে স্মরণ রেখে অধীনস্তদের প্রতি ইনসাফ বা সুবিচার করতে হবে।

সুপারিশমালা

১. গৃহশ্রমিকদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ আই.এল.ও সনদ নং ১৮৯ বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত স্বাক্ষর করেনি। দ্রুত সনদটিতে স্বাক্ষর করা উচিৎ। এতে গৃহকর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ জাতীয়ভাবে প্রাধান্য পাবে।

২. 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫' নামে একটি নীতিমালা অনুমোদন দিয়েছে সরকারের মন্ত্রিসভা। কিন্তু এটি এখনো আইনে পরিণত হয়নি। আইনে পরিণত না হলে সুনির্দিষ্ট আইনী ব্যবস্থাও নেওয়া যায় না। তাই যত দ্রুত সম্ভব অনুমোদিত নীতিমালাটি আরো পরিমার্জন করে আইনে পরিণত করতে হবে।

৩. সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে জনগনের মাঝে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এটি সরকারী বেসরকারী উভয়দিক থেকেই হতে পারে। বিশেষ করে মসজিদের খতীবগণের এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। সরকারী পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

৪. সচেতনতামূলক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা উচিৎ।

৫. আইনী আশ্রয় গ্রহণের প্রক্রিয়াকে গৃহকর্মীদের জন্য সহজলভ্য করতে হবে। তাদের জন্য ফ্রি কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

৬. গৃহনির্যাতন বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে কার্যকর নৈতিক ভিত্তি স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। আর ইসলামী আইনের চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

উপসংহার

ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে আল্লাহর বান্দা হিসেবে মূল্যায়ন করতে শেখায়। দারিদ্র্যের কারণে মানবিক মর্যাদায় কোন পার্থক্য করা যায় না। নিয়োগকর্তারা যদি গৃহকর্মী ও নিজেদেরকে একই রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে সমমর্যাদার অধিকারী মনে করেন এবং গৃহকর্মীদের সেবাটাকে নিজেদের জন্য আশীর্বাদ মনে করেন, তাহলেই অত্যাচার নিপীড়নের পরিস্থিতি উদ্ভব হবে না। তাছাড়া গৃহকর্মীদের উপর ন্যুনতম অবিচার করলে পরকালে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে-এই বিশ্বাস নিয়োগদাতাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারলে গৃহকর্মী নির্যাতন অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। সেই সাথে দরকার নিরবচ্ছিন্ন আইনী প্রতিকারের পরিবেশ। গৃহকর্মীর কোন অপরাধ থাকলে তাকে আইনের হাতে সোপর্দ করা উচিত। পরিশেষে বলতে চাই, সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই লক্ষ লক্ষ গৃহকর্মীদের জন্য বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও সরকারি সহযোগিতা প্রয়োজন। কিন্তু মানবাধিকার সংরক্ষণে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এ সমস্যার সমাধানই সর্বশ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নেই।